সংবাদ

তারিখ ... 25 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সাধারণ শিক্ষায় পিছিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া

স্কুল-কলেজের চেয়ে মাদ্রাসার সংখ্যা বেশি

রাকিব উদ্দিন

সাধারণ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এগিয়ে যাচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষায়। সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাকে পেছনে ফেলে লাগামহীনভাবে কওমি মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। জেলায় সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৯০টি, কিন্তু মাদ্রাসা রয়েছে তিন শতাধিক। এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে বলে স্থানীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন। জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গড়ে উঠছে কওমি ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও ঐতিহ্যবাহী অঙ্গন বারবার উগ্রপন্থিদের আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে। শক্ত হচ্ছে উগ্রপন্থিদের ভিত, দুর্বল হচ্ছে মুক্তমনের জগৎ। উগ্র শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে কেউ মন্তব্য করতেই সাহস পাচ্ছেন না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস জানায়, জেলায় বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সরকারি ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজ রয়েছে ২৯০টি। এর বিপরীতে সরকার অনুমোদিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসা এবং অনুমোদনহীন কওমি মাদ্রাসা রয়েছে তিন শতাধিক। আর্থিক অসচ্ছলতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে জেলায় ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সক্রিয় তৎপরতা অনেক বেশি। এতে প্রভাবিত হয়ে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা কওমি মাদ্রাসার দিকেই বেশি ঝুঁকছে। দেশের বিভিন্ন স্থান ও পরিবহনে স্লোগান লেখা রয়েছে- 'আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান', কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিভিন্ন স্থান, দেয়াল ও পরিবহনে স্লোগান চোখে পড়ে- 'আপনার সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠান'।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেলার কয়েকজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তি সংবাদকে বলেন, 'মাদ্রাসা একটি সংবেদনশীল বিষয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এটি আরও বেশি সেনসেটিভ (সংবেদনশীল)। উগ্র শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সরকারের দৃঢ় কোন অবস্থান না থাকায় এখানে মৌলবাদী গোষ্ঠী আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তারা সম্প্রতি দেশের জেলার স্কুল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

স্কুল : কলেজের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুরো সাংস্কৃতিক অঙ্গন তছনছ করে দিয়েছেন। প্রভাবশালী রাজনীতিকরাও এখন গা-বাঁচিয়ে চলাফেরা করছেন। জেলা প্রশাসনও অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকা কওমি মাদ্রাসার ওপর কোনরকম কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারছে না।'

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিইও) কাজী সলিম উল্লাহ শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) নিজ দফতরে সংবাদকে বলেন, 'জেলায় কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। তবে এর নিয়ন্ত্রণ, অর্থায়ন, আয়-ব্যয়, ছাত্র-শিক্ষক ও সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই। কোন মাদ্রাসায় আমাদের ঢুকতে দেয়া হয় না, তথ্য-উপাত্ত দেয়া হয় না।'

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, ২০১৪ সালে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বড় বা ভালো অবকাঠামো সম্পন্ন (ন্যূনতম দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে এমন) কওমি মাদ্রাসার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল। ওই বছরের তথ্য অনুযায়ী জেলায় কওমি মাদ্রাসা চিহ্নিত করা হয় ১৮০টি। গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট মাদ্রাসার হিসাব কষলে এই সংখ্যা আরও বেশি হবে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই মসজিদভিত্তিক মাদ্রাসা রয়েছে। এগুলোকে 'ফোরকানিয়া' মাদ্রাসা বলা হয়।

১৮০টি কওমি মাদ্রাসার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরে ৪০টি, আশুগঞ্জ থানায় ১৫টি, সরাইলে ২০টি, কসবায় সাতটি, নবীনগরে ৪০টি, আখাউড়ায় আটটি, বাঞ্ছারামপুরে ২৫টি, নাসিরনগরে ১৫টি, বিজয়নগরে ১০টি রয়েছে।

এই তথ্যের বিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা আরও বেশি হবে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের অলিগলিতেই কওমি মাদ্রাসা চোখে পড়ে। তবে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশনা পেলে আমরা কওমি মাদ্রাসার প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করতে পারব।'

কারা কওমি মাদ্রাসায় অর্থায়ন করছে– সে সম্পর্কে ডিইও বলেন, 'আমরা এসব মাদ্রাসায় কোন টাকা-পয়সা দেই না। জেলা প্রশাসনও দেয় না। এরপরও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কওমি মাদ্রাসার অবকাঠামো ভালো, পাকা স্থাপনা। রয়েছে ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থাও। আমরা এর রহস্য খুঁজে পাই না।'

জেলার শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ জেলার ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও শিল্পপতিরা সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুদান খুব একটা দেয় না। কিন্তু রাজনৈতিক ও স্থানীয়ভাবে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে কওমি মাদ্রাসায় নানাভাবে আর্থিক সহায়তা বা অনুদান দিয়ে থাকেন। কওমি ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের স্বার্থেও কাজে লাগায় স্থানীয় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা। এসব কারণে কওমি মাদ্রাসার লাগামহীন বিস্তার ঘটছে।

জেলায় বর্তমানে ২৯০টি সাধারণ স্কুল ও কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ২৪০টি নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৭টি কলেজ ও ১৩টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০৭টি এমপিওভুক্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাতটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৩টি এমপিওভুক্ত কলেজ, তিনটি সরকারি কলেজ রয়েছে। আর সরকার অনুমোদিত ৮৩টি মাদ্রাসার মধ্যে ৫৯টিই এমপিওভুক্ত।

কওমি মাদ্রাসা কী

কওমি মাদ্রাসা এক ধরনের বেসরকারি ইসলামি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালে ভারতের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার আদলেই ১৯০০ সালের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হয়। কওমি শব্দের অর্থ জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এ জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম চলে মুসলিম জাতির অনুদান ও সহযোগিতার মাধ্যমে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিক স্তর শুরু হয় শিশুর চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে। এ শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর হলো দাওরায়ে-ই-হাদিস, যাকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড সাধারণ শিক্ষার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান বলে থাকে।

দেশে কওমি মাদ্রাসা বোর্ড সম্পর্কেও বিভ্রান্তি রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী বোর্ড গঠন করে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। বর্তমানে দেশে কমপক্ষে ২০টি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা।

গত ১১ জানুয়ারি একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১২ জানুয়ারি দিনব্যাপী জেলার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে তাণ্ডব চালায় মৌলবাদী গোষ্ঠী। তাণ্ডবে জেলা সদরের তিনটি বৃহৎ কওমি মাদ্রাসার প্রায় সকল ছাত্র দলবদ্ধভাবে সক্রিয় ছিল। মাদ্রাসাগুলো হলো- জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া, দারুল আরকাম ও মাদ্রাসা-ই-সিরাজিয়া। তিনটিসহ অন্যান্য মাদ্রাসার প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী তাণ্ডবে মেতে উঠে।

ব্যানবেইস'র তথ্য

২০০৮ সালের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) জানায়, সারাদেশে মোট ১৩ হাজার ৯০২টি কওমি মাদ্রাসা রয়েছে, যেগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি মাদ্রাসা, চার হাজার ৫৯৯টি। সবচেয়ে কম বরিশালে, এক হাজার ৪০টি। বেশিরভাগ মাদ্রাসাই মফস্বল এলাকায় অবস্থিত। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৫ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে বলে ব্যানবেইসের ধারণা।